দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 12 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নর্থ সাউথের সিদ্ধান্তের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর দ্বিমত

উগ্রবাদের একমাত্র উপাদান নর্থ সাউথ নয় : উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

এক সেমিস্টার কাল অর্থাৎ চার মাস অনুপস্থিত থাকলে শিক্ষার্থীদের ছাত্রত্ব বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি। এদিকে গত রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, কোনো শিক্ষার্থী ১০ দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলেই তার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে হবে। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়টির সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। গতকাল সোমবার মন্ত্রিসভায়ও সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলা নিয়ে আলোচনাকালে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি নিয়ে আপত্তি তোলেন মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য।

এদিকে এক সংবাদ সম্মেলনে নর্থ সাউথের উপাচার্য অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম বলেন, যেসব ঘটনায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আসছে, সেসব ক্ষেত্রে উগ্রবাদের একমাত্র উপাদান এই বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে না। নর্থ সাউথের

এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৩

নর্থ সাউথের সিদ্ধান্তের সঙ্গে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ছাত্রত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তের বিষয়ে গতকাল সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এটা তাদের নিজস্ব বিষয়। এর সঙ্গে সরকারের সিদ্ধান্তের কোনো মিল নেই। আমরা বলেছি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০ দিনের বেশি কোনো শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকলে তার অভিভাবককে জানাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। অভিভাবকের কাছেও যদি সন্দেহজনক হয় বিষয়টি তাহলে স্থানীয় উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের জানাবেন। তারা থানা নির্বাহী কর্মকর্তাদের জানাবেন। তিনি জানাবেন জেলা প্রশাসকদের। জেলা প্রশাসক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে অবহিত করবেন। আর মেট্রোপলিটন এলাকায় হলে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এরূপ তথ্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে অবহিত রেখে জেলা প্রশাসকের কাছে পাঠাবে। তথ্যপ্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে নর্থ সাউথের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, এক সেমিস্টার চার মাস। এই দীর্ঘ সময়ে একজন শিক্ষার্থী বিদেশ গিয়ে ট্রেনিং শেষে দেশে ফিরে অপকর্ম করে আবার ক্লাসে যোগ দিতে পারে। নর্থ সাউথের বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আগে সিদ্ধান্ত নিই। পরে জানানো যাবে।

এদিকে সংবাদ সম্মেলনে নর্থ সাউথের উপাচার্য অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম বলেন, শোলাকিয়ায় হামলার ঘটনায় যে ছাত্রটির কথা বলা হচ্ছে, সে আমাদের ছাত্র। তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারছি না। আমরা খোঁজ করছি, কীভাবে সে এই পথে গেল।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম এসেছে। যেসব ঘটনায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আসছে, সেসব ক্ষেত্রে উগ্রবাদের একমাত্র উপাদান এই বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে না। এখানে একজন শিক্ষার্থী সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৯ থেকে ১২ ঘণ্টা সময় কাটান। তার বাইরে যে সময়টা আছে, সেটি তিনি বিভিন্ন জায়গায় পার করছেন। ইলেকট্রনিক মিডিয়া আছে, ইন্টারনেট আছে, সেগুলোর মাধ্যমে এসব কর্মকাণ্ডে তাদের আরও বেশি উদ্বুদ্ধ হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

গুলশানে জঙ্গি হামলার ঘটনায় জিম্মি অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া প্রকৌশলী হাসনাত করিম সম্পর্কে আতিকুল ইসলাম বলেন, পারিবারিক ব্যবসার সঙ্গে নিজের সংশ্লিষ্টতা বাড়াতে চান– এমনটি উল্লেখ করে ২০১২ সালের আগস্টে এই প্রতিষ্ঠান থেকে অব্যাহতি নেন হাসনাত করিম। তার বিরুদ্ধে ওই সময় কোনো অভিযোগ ছিল না। এর পর গত চার-পাঁচ বছর তিনি কী করেছেন, কাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের জানার কথা নয়।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র নিবরাস ইসলামের বিষয়ে উপাচার্য বলেন, ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে বিবিএর শিক্ষার্থী ছিল নিবরাস। সে তিনটি সেমিস্টার সম্পন্ন করে। এর পর সে মালয়েশিয়ায় চলে যায়। এর পর থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।

অনিয়মিত ছাত্রের কোনো তালিকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ করেছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র খুলেছে। বিভিন্ন বিভাগের কাছে এ ব্যাপারে তথ্য চাওয়া হয়েছে। শিগগির সমন্বিত তথ্য পাওয়া যাবে। নানা কারণে ছাত্ররা অনিয়মিত হন। পারিবারিক ব্যবসা, অসুস্থতা বা অর্থসংকটের কারণে এমনটা হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ছাড়া কোনো ছাত্র আর সেমিস্টার গ্যাপ দিতে পারবে না।